কমিউনিজমের বিজ্ঞানের দূষণ বৈ লেনিনবাদ কিছু না

১। রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের রাজনীতি বৈ লেনিনবাদ কিছু না। একটা রাষ্ট্রের সরকার কর্তৃক দেশের অর্থনীতির সম্পূর্ণ বা বেশীরভাগ বা মূল মূল খাত জাতীয়করণ করে জাতীয়করণকৃত অর্থনীতির একটা রাষ্ট্র বৈ রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্র কিছু না। অতঃপর, বিবৃত উৎপাদন ও বিনিময়ের উপায়গুলোর মালিক হচ্ছে রাষ্ট্র। তাই, শোষণের ফল অর্থাৎ অপরিশোধিত শ্রম- পুঁজি গঠনে পণ্য উৎপাদনে শ্রম-শক্তির বিক্রেতা- মজুরদের শ্রম-শক্তির ক্রেতা হচ্ছে রাষ্ট্রের প্রধান নির্বাহী এবং অপরাপর নির্বাহীগণ। অতঃপর, একটি রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্রী রাষ্ট্রের প্রধান নির্বাহী হচ্ছে শোষকদের গ্যাং লিডার। সুতরাং, বর্বর ও নৃশংস অবস্থাদি সমেত ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিতন্ত্রের একটা চরম বাজে অবস্থার একটা রূপ হচ্ছে রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্র।

কিন্তু, রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্রের রাজনীতি হচ্ছে খুবই কার্যকরীঃ

(এ) রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ব্যবহার করে শ্রম বাজার নিয়ন্ত্রণ করার জন্য।

(বি) রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ব্যবহার করে শ্রমিকদেরকে শোষণ করার জন্য।

(সি) রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ব্যবহার করে শ্রমিকদেরকে দমন করার জন্য।

(ডি) রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ব্যবহার করে শ্রমিকদেরকে পীড়ন করার জন্য।

(ই) রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ব্যবহার করে গতানুগতিক পুঁজিতন্ত্রীদের দ্বারা স্বীকৃত শ্রমিকদের অধিকারকে উপেক্ষা ও অস্বীকার করার জন্য।

(এফ) রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ব্যবহার করে শ্রম–শক্তির বিক্রেতা– মজুরদের দামাদামি করার ক্ষমতা বাতিল করার জন্য।

(জি) রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ব্যবহার করে শোষিত শ্রমিকদের শ্রেণী সংগ্রামকে অস্বীকার ও পরিহার করার জন্য্।

(এইছ) রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ব্যবহার করে বঞ্চিত শ্রমিকদের আন্দোলনকে উপেক্ষা ও মাটিচাপা দেওয়ার জন্য।

(আই) রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ব্যবহার করে শ্রমিকগণকে গতানুগতিক পুঁজিতন্ত্রী রাষ্ট্রের চেয়ে অধিকতর হারে শোষণ করার জন্য।

(জে) রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ব্যবহার করে রাষ্ট্রের নির্বাহীগণ ও তাদের সহযোগীরা অপরিশোধিত শ্রম– পুঁজি ব্যবহার ও খরচ করতে দ্রুত গতিতে পুঁজির পরিমাণ বাড়াতে মজুরদেরকে অধিকতর হারে শোষণ করে খুব দ্রুত পুঁজি গঠন করার জন্য।

(কে) রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ব্যবহার করে প্রতিপক্ষ ও প্রতিবাদকারীদের ক্ষতিকর ও বিপজ্জনকভাবে পীড়ন ও নির্দেশ দিতে অনেক অনেক খুবই বর্বর একনায়ক ও হিংস্র পীড়নকারী সৃষ্টি করে এক হিংস্র বাহিনী উৎপন্ন করার জন্য।

(এল) রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ব্যবহার করে সুপ্রিম একনায়ক ও তার প্রতি অন্ধ কিন্তু তার দুষ্ট চক্রের প্রতি অবাধ্য বা প্রতিপক্ষ বা ভিন্নমত পোষণকারীদের সুপ্রিম একনায়ক কর্তৃক শিরোচ্ছেদ করতে।

(এম) রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ব্যবহার করে সারা দেশ ব্যাপী প্রাত্যহিক জীবনে কবরের শান্তি বজায় ও বহাল রাখতে চেষ্টা করতে।

(এন) রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ব্যবহার করে প্রধান মোড়লের সাথে কোনো ভিন্ন অভিমত বা মত অনুমোদন না করার জন্য।

(ও) রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ব্যবহার করে দাসতান্ত্রিক সমাজের বদমতলবী ও ইচ্ছেকৃত মিথ্যাবাদী, বর্বর ও নিষ্ঠুর রাজনৈতিক মোড়লদের সূচিত বিষাক্ত রাজনৈতিক ধারণাদি পুনঃপ্রচলন করে গুরুবন্দনাবাদ সৃজন ও পরিপোষণ করতে।

(পি) রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ব্যবহার করে শোষিত মজুরদের খরচের বদৌলতে অধিক আয় করে অধিক ব্যয় করে একটা বিলাশী জীবন যাপন করতে ক্ষমতা উপভোগ করতে একটি রাজনৈতিক এলিট শ্রেণী উৎপন্নকরণের জন্য।

(কিউ) রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ব্যবহার করে ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিতন্ত্রের ভংগুর অর্থনীতিকে জোড়া-তালি দিয়ে ইহাকে সংরক্ষা করতে।

(আর) রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ব্যবহার করে যারা তাদের ব্যবসা চালাতে ব্যর্থ জাতীয়করণের মাধ্যমে তা চালাতে অক্ষম পুঁজিপতিদের দায়-দায়িত্ব অধিগ্রহণ করতে।

(এস) রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ব্যবহার করে শোষকদের স্বার্থের সেবা করতে।

(টি) রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ব্যবহার করে দেশ দ্বারা শ্রমিকদেরকে সীমাবদ্ধ করতে।

২। জাতীয় মুক্তির রাজনীতি বৈ লেনিনবাদ আর কিছু নয়। উপনিবেশিক নীতি শেষ করে দাবীকৃত স্বাতন্ত্র্য, জাতীয় আযাদী, মুক্তি, স্বাধীনতা ইত্যাদির জন্য ভাগ করে বা একটি নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে বিপ্লবী পুঁজিতন্ত্রী শ্রেণী কর্তৃক সমগ্র বিশ্ব জয় করার উপনিবেশিক নীতি- যা পুঁজিতন্ত্রী উন্নয়নের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং তদানুযায়ী, পুঁজির অস্তিত্বের শর্তাদিতে বাণিজ্যের জন্য পুরোনো স্থানীয়, ও জাতীয় বিচ্ছিন্নতা এবং স্বয়ংসম্পূর্ণতাকে প্রতিস্থাপন করে আধুনিক পরিবহন ও যোগাযোগ সহ একটি বিশ্ব বাজার সমেত আাধুনিক শিল্প সহ একটি পুঁজিবাদী দুনিয়া সৃষ্টি করেছে প্রগতিশীল পুঁজিপতি শ্রেণী এবং সেমতো প্রত্যেক দিক থেকে জাতি সমূহের আন্তঃনির্ভরতার দুনিয়া হিসাবে একটি পুঁজিতন্ত্রী বিশ্ব বানিয়েছে তার বিরুদ্ধে ইহা । যদিও, ব্যক্তিগত সম্পত্তি হতে উৎপত্তিকৃত রাষ্ট্র তার জন্মসূত্রে হচ্ছে শোষক শাসক শ্রেণীর স্বার্থ সার্ভ করতে শোষিত শ্রেণীগুলোকে পীড়ন করতে প্রত্যেককে শিকল পরাতে অনেক অনেক শিকল সমেত সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী পীড়নমূলক যন্ত্র । অন্যদিকে, প্রত্যেক দিক হতে জাতি সমূহের আন্তঃনির্ভরশীলতার একটি পদ্ধতি-পুঁজিতন্ত্রী পদ্ধতির অধীনে মুক্ত হওয়ার কোনো সুযোগ নাই কোনো জাতির। বরং, জাতি ও জাতিয়তার অন্তর্ধানের কারণ হবে দুনিয়ার শ্রমিকদের আধিপত্য।

নিশ্চয়ই, পুঁজিতন্ত্র যখন বুড়ো হয়েছিল এবং গুরুতর ক্ষয়িষ্ণু অবস্থায় নিপতিত হয়েছিল তখন উপনিবেশিকতার নীতি তার উপযোগিতা হারিয়েছিল এবং তার ফলে দ্বিতীয় বিশ্ব

যুদ্ধের পরে শাসক পুঁজিপতি শ্রেণী এটিকে সমাপ্ত করে, একটি কেন্দ্র হতে বৈশ্বিকভাবে পুঁজিতন্ত্রী স্বার্থের সেবা করতে লেনিনবাদী বিগ বস জে.ভি. স্তালিন সহ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ জয়ীদের প্রতিষ্ঠিত বিশ্ব অর্থনীতির নিয়ন্ত্রক কিন্তু ব্যর্থ আই এম এফ সহ কয়েকটি বিশ্ব সংগঠনের শাসনের অধীনে রাষ্ট্র সমূহকে ডিফ্যাংক্ট করে সারা বিশ্বে পণ্য ও পুঁজির অবাধ চলাচলে হালে পুঁজিপতিরা পুঁজিতন্ত্রী বিশ্বায়নের রাজনীতি করছে। যাহোক,বিবৃত জাতীয় মুক্তির রাজনীতি অনুসরণ করে অনেকগুলো নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছে পুঁজিপতিরা। এই রাষ্ট্রগুলোর ব্যয় ও খরচ মজুরি দাসদের উৎপন্ন উদ্বৃত্ত-মূল্যের একটা অংশ ছাড়া কিছু নয়। অতঃপর, একই রাজনীতির সাথে জড়িতরা সহ নানান ধরণের পরজীবী ব্যক্তির এক বিশাল সংখ্যা সমেত আই এম এফ, ইউ এন সমেত রাষ্ট্রগুলোর বিশাল খরচের দ্বারা সমাজটাকে অতিরিক্ত ভারাক্রান্ত করে যাচ্ছে প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিপতি শ্রেণী। অতঃপর, বিবৃত জাতীয় মুক্তির রাজনীতিটা সকলের স্বকীয়তা, স্বাধীনতা ও মুক্তির নয় বরং, ইহা পরজীবী শাসক শ্রেণীর শোষণমূলক স্বার্থের জন্য খুব সহায়ক কিন্তু স্বশ্রমজীবী তবে শোষিত শ্রমিক শ্রেণীর জন্য খুবই ক্ষতিকর।

সুতরাং, জাতীয় মুক্তির রাজনীতি হচ্ছে খুবই উপকারী:

(এ) একই ভাষা বা ধর্ম বা অঞ্চল ইত্যাদিতে অবস্থানকারী সকলকে একটি জাতি হিসাবে শনাক্ত করে পুঁজিপতি শ্রেণী ও শ্রমিক শ্রেণী উভয়ের শ্রেণী পরিচয় মুছে দিতে।

(বি) এক জাতি হিসাবে উভয় শ্রেণীকে চিহ্নিত করে প্রধানত শোষক পুঁজিপতি শ্রেণী ও শোষিত মজুর শ্রেণীর মধ্যকার বৈরীতামূলক সম্পর্ক এবং শ্রেণীগুলো বিষয়ে শ্রমিক শ্রেণীকে বিভ্রান্ত করতে।

(সি) খুবই জঘন্য পুঁজিবাদ- একটি বৈশ্বিক সিস্টেমের কঠিন বাস্তবতাকে উপেক্ষা করে জাতীয় মুক্তির মাধ্যমে মুক্তি লাভ বিষয়ে শ্রমিক শ্রেণীকে মোহগ্রস্তকরণে।

(ডি) একটি জাতীয় রাষ্ট্রের মাধ্যমে শ্রমিক শ্রেণীর কষ্ট, দুর্দশা, দুঃখ, অধঃপতন ইত্যাদি হতে পরিত্রাণ লাভের জন্য একটি আবেগী তবে শ্রমিকদের জন্য খুবই ক্ষতিকর এপ্রোচ - দেশপ্রেমের রাজনৈতিক ধারণা অনুসরণ করে চিন্তা ও বিবেচনা করতে শ্রমিক শ্রেণীকে আসক্ত ও অবসাদগ্রস্তকরণে।

(ই) পুঁজিতন্ত্রী স্বার্থ দেখা ও সংরক্ষা করতে একটি সাধারণ কমিটি– একটি নির্বাচিত সরকারের মাধ্যমে পুঁজিতন্ত্রী উৎপাদন পদ্ধতিকে পরিচালনা করতে পুঁজিতন্ত্রের একটি রাজনৈতিক পদ্ধতি হচ্ছে পুঁজিতন্ত্রী গণতন্ত্র এবং প্রধানত শোষিত শ্রেণীসমূহকে শিকলবন্দী করতে অসংখ্য শিকলের একটি বিশাল বান্ডিল হচ্ছে রাষ্ট্র কিন্তু, গণতন্ত্র সহ একটি জাতীয় রাষ্ট্রের মাধ্যমে স্বকীয়তা, স্বাধীনতা এবং মুক্তি লাভ বিষয়ে শ্রমিকদের মধ্যে ভুল ধারণা সৃষ্টি করতে।

(এফ) রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত শ্রমিকদেরকে স্বার্থের সংঘাতে জড়িত পুঁজিপতিদের নানান ভগ্নাংশের সহযোগী হিসাবে ব্যবহার করতে এমনকি, যুদ্ধে যোদ্ধা হিসাবে বিনা বেতনে শ্রমিকদেরকে নিয়োগ করতে পারে পুঁজিপতিরা যা হচ্ছে শ্রমিক শ্রেণীর জন্য স্বয়ংঘাতি কিন্তু, পুঁজিপতি শ্রেণীর জন্য খুবই সহায়ক।

(জি) বর্তমানে সমাজ শাসনে অক্ষম তবে পুঁজিতন্ত্রী সমাজের শাসক শ্রেণী– শোষক পুঁজিপতি শ্রেণী বিষয়ে শ্রমিকদেরকে বিভ্রান্তকরণে এবং তদানুযায়ী শোষক পুঁজিপতিরা এখনো সফল বটে শত্রু নয় বরং শোষক পুঁজিপতিদেরকে শ্রমিকদের বন্ধু, ভাই , শুভাকাংখী ইত্যাদি হিসাবে বিবেচনা ও গ্রাহ্য করতে শ্রমিকদেরকে প্রভাবিত করতে যা হচ্ছে সম্পূর্ণতো মিথ্যা, অসত্য এবং ভুয়া।

(এইছ) পুঁজিপতি শ্রেণীর স্বার্থ সার্ভ করতে শ্রমিক শ্রেণীর শ্রেণী পরিচয় অবজ্ঞা ও অস্বীকার করতে।

(আই) একজন দেশপ্রেমিক হিসাবে মাতৃ বা পিতৃভমিকে ভালোবাসার ব্যবস্থাপত্র ও উপদেশ দিয়ে সামগ্রীকভাবে শ্রমিক শ্রেণীকে তার জন্ম বৃত্তান্ত বিষয়ে বিভ্রান্ত করতে। কিন্তু, জাতি বা দেশ নয় বরং পণ্যের অপরিশোধিত অংশ– পুঁজি গঠনে পণ্য উৎপন্নে শোষক পুঁজিপতি শ্রেণীর প্রোডাক্ট হচ্ছে মজুর শ্রেণী। যাহোক, পুঁজিতন্ত্র– বেচা ও কেনা ভিত্তিক একটি বৈশ্বিক পদ্ধতি তাই, কোনো পুঁজিপতির সুযোগ নাই একাকী কোনো একটি দেশের একটি একক বাজারে তাদের পণ্য কেনা–বেচা করার, এবং শ্রমিকেরাও তাদের পণ্য– শ্রম–শক্তি বেচার ক্ষেত্রে বৈশ্বিক বাজারটির নিয়মের অধীন। অতঃপর, বাণিজ্যের জন্য একটি বৈশ্বিক বাজার সহ অসংখ্য পণ্যের একটি সমাজ–পুঁজিতন্ত্রে কারোই সুযোগ নাই একজন জাতীয়তাবাদী বা দেশপ্রেমিক হওয়ার। প্রকৃতপক্ষে, কোনো দেশের কোনো উন্নয়নমূলক কাজ সেই দেশের উন্নয়নের জন্য নয় বরং সকল উন্নয়নমূলক কাজ হচ্ছে

শোষক পুঁজিপতি শ্রেণীর স্বার্থের জন্য। মজুরি দাসদের শোষণ করে পুঁজি আহরণ বৈ পুঁজিপতি শ্রেণীর স্বার্থ কিছু না তবে, মজুরি দাসদের দ্বারা পুঁজি উৎপন্ন হওয়ার পর পুঁজিকে নগদায়ন করার শর্ত হচ্ছে তাদের পণ্যাদি বিক্রি করা। সুতরাং, পুঁজি পুঞ্জিভবনে পুঁজির পুনরুৎপাদন এবং সঞ্চলনের জন্য শর্ত হচ্ছে একটি বৈশ্বিক যোগাযোগ পদ্ধতি সমেত প্রত্যেক দেশের উন্নয়নমূলক কাজ। কিন্তু, পুঁজির চাহিদা মতো তা করতে প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিপতি শ্রেণী সম্পূর্ণত ব্যর্থ। অতঃপর, এখনো কৃষি সেক্টর এবং উৎপাদন ও বিনিময়ের সেকেলে যন্ত্রপাতি বিদ্যমান তাই অক্ষম পুঁজিপতি শ্রেণীর একটি কৃত্রিম সৃষ্টি – দারিদ্রতায় ভোগছে দুনিয়ার ২ বিলিয়ন লোকের বেশী।

(জে) শোষক শাসক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করতে শ্রমিক শ্রেণীর শ্রেণী স্বার্থকে অবজ্ঞা ও অস্বীকার করতে।

(কে) হালে মরণাপন্ন পুঁজিতন্ত্রকে রক্ষা করতে পুঁজিপতি শ্রেণীকে রক্ষা করতে শ্রমিক শ্রেণীর শ্রেণী সংগ্রামকে অস্বীকার ও পরিহার করতে।

(এল) মুক্তির জন্য একাকী শ্রমিক শ্রেণী কর্তৃক কমিউনিস্ট বিপ্লবের মাধ্যমে রাষ্ট্র সহ প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া শ্রেণীর সকল নিপীড়নমূলক অস্ত্রাদি সমেত বুর্জোয়া শ্রেণী সহ পুঁজিতন্ত্রকে বিলোপনে দুনিয়ার শ্রমিকদেরকে একতাবদ্ধ ও ক্রিয়াশীল না হতে জাতি সমূহের মাধ্যমে বিভক্ত করতে।

(এম) পুঁজিতন্ত্রী পদ্ধতিকে রক্ষা করতে দুনিয়ার শ্রমিকদেরকে একতাবদ্ধ করার প্রচেষ্টাকে বাধাগ্রস্ত করতে।

(এন) ইতিহাসের নথি বইতে স্থান নিয়ে পুঁজিপতি শ্রেণীর চরম পরিণতি হতে ইহাকে রক্ষা করতে দুনিয়ার শ্রমিকদেরকে বিচ্ছিন্নকরণে।

(ও) যদিও পুঁজিপতি শ্রেণীও শোষক এবং সেমতো পুঁজিতন্ত্রী বিশ্বের শাসকেরাও পরজীবী তাই,দাস ও সামন্ত সমাজগুলির শাসকদের অনুসরণে অপ্রাপ্য ও অন্যায্য সুবিধাভোগীরা– বৈশ্বিক ব্যবসা ও বাণিজ্য, আধুনিক পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা, বিচার বিভাগ, সংবাদ মাধ্যম ইত্যাদি সমেত একটি বৈশ্বিক পদ্ধতি– আধুনিক পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনীতির পত্তনকারী–উপনিবেশিক শাসকদের বিরোধীতা করে একটি কৃষি ভিত্তিক তবে প্রকৃতি নির্ভর, স্ব–নির্ভর এবং স্থানীয় কিন্তু খুব দরিদ্র অর্থনীতির– প্রাক

পুঁজিতন্ত্রী সমাজের অপ্রাপ্য ও অন্যায্য সুবিধাভোগীরা– বর্বর, নিষ্ঠুর, কুৎসিৎ এবং অনাধুনিক শাসকেরা– ক্ষমতাচ্যুত ও পরাজিত রাজা অথবা সম্রাটদেরকে জাতীয় বীর হিসাবে গৌরবান্বিত করে তাদের বংশধরদের সমেত প্রাক–পুঁজিতন্ত্রী অর্থনীতি পুনঃপ্রবর্তনে কাজ করতে শ্রমিকদেরকে নিয়োগ করতে।সুতরাং, অতীত ও বর্তমান সমাজগুলোর শাসকদের মধ্যকার বিরোধের কারণ হচ্ছে স্বার্থের সংঘাত। কিন্তু, ব্যর্থতায় পর্যবেশিত তবে তেমন কোনো প্রচেষ্টা দ্বারা আধুনিক পুঁজিতন্ত্রকে বিলীন করে সাবেকী অর্থনীতি পুনঃপ্রবর্তন করা অসম্ভব। সুতরাং, পদচ্যুত ও পরাজিত রাজা বা সম্রাটদের জাতীয় বীর হিসাবে গৌরাবান্বিত করে অতীতের খুবই দরিদ্র অর্থনীতি দ্বারা পুঁজিতন্ত্রকে প্রতিস্থাপন করার যে কোনো প্রচেষ্টা হচ্ছে সম্পূর্ণত এবং চরম প্রতিক্রিয়াশীল কাজ।

(পি) জাতি দ্বারা রাজনৈতিক তবে কৃত্রিম পরিচয় ধারণ করে বিভিন্ন দেশের পুঁজিপতিদের বিপরীত ও নানান ভগ্নাংশ যারা ঝগড়া,বিবাদ বা যুদ্ধে জড়িত তদের সহিত অংশ গ্রহণ করার মাধ্যমে দুনিয়ার শ্রমিকদের মধ্যে ঘৃণার পরিবেশ তৈরী করতে।

(কিউ)পুঁজিতন্ত্রী উৎপাদন পদ্ধতিকে বিলোপনের মাধ্যমে সমগ্র পুঁজিপতি শ্রেণীকে বিলীন করতে নয় বরং পুঁজিপতি শ্রেণীর এক ভগ্নাংশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে একটি জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে তাদের মুক্তি লাভের বিষয়ে শ্রমিকদেরকে বিভ্রান্ত করতে।

যাহোক, পুঁজিতন্ত্র বিকাশে জাতীয় চৌহদ্দি যথেষ্ঠ ছিল না এবং তদানুযায়ী, প্রগতিশীল পুঁজিপতি শ্রেণী দুনিয়া জয় করেছিল। অতঃপর, জাতিসমূহের আন্তঃনির্ভরতার সম্পর্কাধীন একটি বৈশ্বিক পদ্ধতি– পুঁজিতন্ত্রে জাতীয় মুক্তি সম্ভব নয়। কিন্তু, জাতীয় অর্থনীতি ও দেশপ্রেমের শ্লোগানের মাধ্যমে মজুরি দাসদের মধ্যেও আবেগ তৈরীতে এ ধরণের রাজনীতি খুবই সহায়ক তবে, মজুরি দাসেরা নয় বরং এ ধরণের রাজনীতির সুবিধাভোগী হচ্ছে স্থানীয় পুঁজিপতিরা। উল্লেখ্য, শ্রমিকদের কোনো জাতি এবং দেশ নাই তবে পুঁজিতন্ত্রী উৎপাদন পদ্ধতিকে বিলীন করে নিজেদের শৃংখল হারিয়ে জয় করতে তাদের আছে একটি দুনিয়া। অতঃপর, মুক্তির জন্য প্রথম শর্ত হচ্ছে দুনিয়ার শ্রমিকদের একতা। সুতরাং, শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির বিরুদ্ধে হচ্ছে লেনিনবাদ।

৩। হত্যা এবং বিদ্যমান অপরাপর সকল দুস্কর্মের কারণ– ব্যক্তিগত সম্পত্তি মূলে বেচা–কেনা, মজুরি দাসত্ব, পুঁজি ইত্যাদি ভিত্তিক পুঁজিতন্ত্রী উৎপাদন পদ্ধতি বিলুপ্তির মাধ্যমে শোষণের সমাপ্তি ঘটিয়ে হত্যার সমাপ্তি ঘটতে লেনিনবাদ হত্যার বিরুদ্ধে নয়। কিন্তু, হত্যা

মুক্ত একটি শান্তিপূর্ণ সমাজ হচ্ছে কমিউনিজম। সুতরাং, একটি বৈশ্বিক পদ্ধতি– পুঁজিতন্ত্রী পদ্ধতি ও পুঁজিপতি শ্রেণীর বিরুদ্ধে নয় লেনিনবাদ। কিন্তু, লেনিনবাদীরা দাবী করছে ইহা হচ্ছে সমাজতন্ত্রের জন্য যা হচ্ছে সম্পূর্ণত মিথ্যা, অসত্য ও ভুয়া তবে একটি উদ্দেশ্যমূলক রাজনৈতিক প্রচারণা।

৪। শাসক মুক্ত একটি সমাজ– সমাজতন্ত্র দ্বারা মানব জাতির মধ্যকার সকল বিভাগ, বৈষম্য ও প্রভেদ শেষ করতে–ঘটাতে শোষণের সমাপ্তি ঘটিয়ে বর্বরতা, নিষ্ঠুরতা, দন্ড, অপরাধ শেষ করতে মানুষ কর্তৃক মানুষের শাসনের বিরুদ্ধে নয় লেনিনবাদ। তাই, মানব জাতির মধ্যকার ভাগ, প্রভেদ এবং বৈষম্যের বিরুদ্ধে নয় লেনিনবাদ। সুতরাং, শাসক শোষক পুঁজিপতি শ্রেণীর স্বার্থের জন্য হচ্ছে লেনিনবাদ।

৫। শোষণের সমাপ্তি ঘটাতে বেচা–কেনা শেষ করতে ইহার বিরুদ্ধে নয় লেনিনবাদ। সুতরাং, শোষকদের স্বার্থের জন্য হচ্ছে লেনিনবাদ।

৬। শোষণের সমাপ্তি ঘটাতে মজুরি দাসত্ব শেষ করতে ইহার বিরুদ্ধে নয় লেনিনবাদ। সুতরাং, শোষকদের স্বার্থের জন্য হচ্ছে লেনিনবাদ।

৭। একাকী শ্রমিক শ্রেণী কর্তৃক শোষণের সমাপ্তি ঘটাতে ইহার বিরুদ্ধে নয় লেনিনবাদ। সুতরাং, শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থের বিরুদ্ধে হচ্ছে লেনিনবাদ। উল্লেখ্য, শেষ ও চূড়ান্ত শ্রেণী বিভক্ত সমাজ– পুঁজিতন্ত্রকে প্রতিস্থাপন করে পণ্য, পুঁজি, বেচা–কেনা, মজুরি দাসত্ব, শোষণ , শ্রেণী ও শ্রেণী শাসন মুক্ত হচ্ছে সমাজতন্ত্র। অতঃপর, লেনিনবাদ সমাজতন্ত্রের জন্য নয়।

৮। লেনিনবাদ হচ্ছে একটা মতাদর্শ। দাস সমাজের শোষকদের অন্যায় শোষণ এবং অন্যায্য ব্যক্তিগত সম্পত্তি সমর্থনীয় করতে তাদের রাজনৈতিক মোড়লেরা সূচনা করেছিল ভাবাদর্শ। কিন্তু, উৎপাদন, পরিবহন ও যোগাযোগের উপায়াদির সামাজিক মালিকানা সমেত একটি সমাজ হচ্ছে কমিউনিজম। তাই, সমানদের একটি বৈজ্ঞানিক সমাজ– কমিউনিজমে যে কোনো কিছু করতে প্রত্যেকেই মুক্ত। তদানুযায়ী, কমিউনিজমে প্রত্যেকে হচ্ছে বিজ্ঞানী। অতঃপর, একটি অত্যাধুনিক সমাজ– সমাজতন্ত্রের জন্য শর্ত হচ্ছে ভাবাদর্শগুলোর সমাপ্তি।

৯। লেনিনবাদ হচ্ছে মতাদর্শ ভিত্তিক একটি রাজনীতি, তাই, দাসতন্ত্রের রাজনৈতিক বোধ অনুসরণ ও গ্রাহ্য করে লেনিনবাদী দলগুলো রাজনীতি চর্চা করছে এবং তদানুযায়ী মনু , মুসা এবং আরো বহু স্বস্বীকৃত গুরু তাদের নিজ নিজ জাতির জন্য যা করেছেন মর্মে মাইথোলজিতে বিবৃত হয়েছে তেমন লেনিনবাদী মোড়লদেরকে অসাধারণ হিসাবে গণ্য করে তাদের অনুসারী, সমর্থক ও জাতিসমূহকে এমনকি তাদের মৃত্যুর পরেও নেতৃত্ব, নির্দেশিকা ও শিক্ষা দিতে তাদের জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকী উদযাপন করার প্রথা, ঐতিহ্য , সংস্কৃতি ইত্যাদি চর্চা করছে। অতঃপর, এক চরম ও পরম স্বৈরশাসক লেনিনের মৃতদেহ মমি করার মাধ্যমে মিশরের পিরামিড সংস্কৃতি পুনঃপ্রবর্তন করতে লেনিনবাদী বড় মোড়ল স্তালিন দ্বিধাবোধ করেনি। প্রকৃতপক্ষে, একজন দাস বিদ্রোহ করতে পারলেও কোনো দাসোচিত চিন্তার মানুষ তার গুরু ছাড়া জীবন যাপন করতে পারে না এবং কোনো ভাবাদর্শবাদী দাসোচিত চিন্তা হতে মুক্ত নয়। কিন্তু,কমিউনিস্ট আন্দোলন ও বিপ্লব হচ্ছে একা বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণীর কাজ; এবং প্রত্যেক কমিউনিস্ট হচ্ছে মুক্তি প্রেমী ও স্বাধীনতা ক্ষুধিত তাই, দাসোচিত চিন্তার মূল এবং তদানুযায়ী মতাদর্শের মূল– ব্যক্তিগত সম্পত্তি শেষ করার মাধ্যমে সব ধরণের দাসোচিত চিন্তা বিলীন করতে একটি কমিউনিস্ট বিপ্লবের জন্য দুনিয়ার শ্রমিকদেরকে একতাবদ্ধ করতে একটি পার্টি– কমিউনিস্ট পার্টি হচ্ছে প্রভু, নেতা, বীর ইত্যাদি হতে মুক্ত তবে পার্টি ফোরামে যেকোনো কিছু বলতে প্রত্যেক সদস্য হচ্ছে মুক্ত।

সুতরাং, প্রত্যেকের স্বাধীনতা ও মুক্তি সহ একটি বন্ধুত্বপূর্ণ ও ভালোবাসাময় সমাজ হচ্ছে সমাজতন্ত্র তাই, সমানদের একটি বৈজ্ঞানিক সমাজ– সমাজতন্ত্র বিরোধী হচ্ছে লেনিনবাদ।

১০। একটি মতাদর্শগত তবে তথাকথিত মার্কসবাদের ক্রমবিকাশ হিসাবে দাবীকৃত লেনিনবাদ কিছু নয় তবে ইহা শোষক পুঁজিপতি শ্রেণীর একটি কার্যকর অস্ত্র। তবে, মার্কস ছিলেন একজন কমিউনিস্ট এবং তদানুযায়ী তিনি মতাদশী ছিলেন না তাই, তিনি কোনো ধরণের মতাদর্শ সৃজন করেননি বরং, একজন কমিউনিস্ট হিসাবে তিনি ছিলেন একজন বিজ্ঞানী এবং পুঁজির কোড ও সমাজ পরিবর্তনের কোড আবিষ্কারের মাধ্যমে তিনি কমিউনিজমের বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছিলেন। অতঃপর, একটি মতাদর্শের সৃজনকর্তা হিসাবে মার্কসকে চিহ্নিত করে লেনিনবাদীরা তাকে কেবল অবমূল্যায়িত করেনি বরং কমিউনিজমের বিজ্ঞানকে দূষিত করছে।

উল্লেখ্য, কোনো কিছুর সৃষ্টি অথবা গঠন বা রূপান্তর বা পরিবর্তনের কোড হচ্ছে বিজ্ঞান। তাই, কোনো ক্রিয়ার প্রকৃত বিবৃতি হচ্ছে বিজ্ঞান। সুতরাং, বিজ্ঞান হচ্ছে সত্য। সত্য হচ্ছে আলো কিন্তু বিশ্বাস হচ্ছে অন্ধ এবং আঁধার, মতাদর্শ হচ্ছে বিশ্বাস।

বস্তুত, কোনো কাজ করতে কোনো কিছুর কোড কাউকে গ্রাহ্য করে না। সুতরাং, বিজ্ঞান কাজ করছে তাই বিজ্ঞান জয় লাভ করবে। নিশ্চয়ই, অজানা বিষয়কে জানতে বৈজ্ঞানিকভাবে কাজ করতে কোড জানা ও অনুসরণ করা দরকার প্রত্যেক বিজ্ঞানীর। অতঃপর, কোনো কোড বিষয়ে কে মানে বা মানে না তা গুরুত্বপূর্ণ নয় বরং যেকোনো কিছুর কোড হচ্ছে বাস্তবতা যেমন এইছ ২ ও হচ্ছে পানির কোড, আবিষ্কৃত হয়েছে ১৮১১ সালে, অতঃপর, ইহা কে মানল বা মানল না তা কোনো বিষয় নয় কিন্তু, এইছ২ও হচ্ছে পানি অথবা কে স্বীকার করল বা করল না তা গুরুত্বপূর্ণ নয় বরং সূর্যের চতুর্দিকে পৃথিবী ঘুরছে এবং তদানুরূপ, অপরিশোধিত শ্রম- পুঁজির কোডের জন্য একই কথা তাই, পুঁজিপতিরা হচ্ছে শোষক। কিন্তু, শোষকদের যেকোনো রাজনৈতিক মোড়লের তার ভূমিকা ও শাসনকে ন্যায্যতা দেওয়ার জন্য সমাজ, জীবনের তাৎপর্য, জীবন সমেত নানান বিষয়ে অভিমত হচ্ছে মতাদর্শ এবং তদানুযায়ী শাসক শ্রেণীর ভূমিকা বা শোষকদের এক ভগ্নাংশের আকাংখা অতঃপর, যেকোনো আইডিওলজিস্ট বিজ্ঞান অর্থাৎ বাস্তবতার সত্যতাকে গ্রাহ্য না করে তার এবং তার সমর্থিত শোষকদের পরজীবী স্বার্থের প্রয়োজনে যে কোনো কিছু বলতে পারে। সুতরাং, মতাদর্শ সত্যের জন্য নয়। মতাদর্শ হচ্ছে একটি অভিপ্রেত ও বদ মতলবজাত সৃজন তাই, সকলের জন্য নয় বরং শোষকদের একটা ভগ্নাংশের সংকীর্ণ স্বার্থের জন্য হচ্ছে মতাদর্শ।

কিন্তু, বিজ্ঞান হচ্ছে সার্বজনীন তাই বিজ্ঞান সকলের জন্য। সুতরাং, মতাদর্শ বিজ্ঞান নয় এবং সেমতো বিজ্ঞান মতাদর্শ নয়। নিশ্চয়ই, মতাদর্শকে বিজ্ঞান একদম ঠিক-ঠাকভাবে এবং যথার্থভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে কিন্তু, বিজ্ঞানের কোনো মতাদর্শিক ব্যাখ্যা ঠিক নয় এবং যথার্থ নয় বরং মতাদর্শ কর্তৃক বিজ্ঞানের যেকোনো ব্যাখ্যা কেবল ভুল নয় বরং এক ইচ্ছেকৃত ও বানোয়াটি মিথ্যাও তাই, বিজ্ঞানের এরকম সকল মতাদর্শগত ব্যাখ্যা একটা দূষিত তবে মিথ্যার উপর ভিত্তি করে বদ মতলবকৃত বিবৃতিও। উল্লেখ্য, মিথ্যার ভিত্তিতে রচিত যেকোনো বিবৃতি হচ্ছে এক বান্ডিল মিথ্যা।

লেনিন কর্তৃক সৃজিত সৃজিত লেনিনবাদ হচ্ছে একটা মতাদর্শ। অতঃপর, মার্কস কর্তৃক আবিষ্কৃত কমিউনিজমের বিজ্ঞানের সকল প্রকার লেনিনবাদী ব্যাখ্যা প্রকৃত নয় বরং ইচ্ছেকৃত এবং বদমতলবজাত তাই, লেনিনবাদ হচ্ছে মিথ্যার একটা বড় বান্ডিল। মিথ্যাবাদী লেনিনের শিষ্যরা পুঁজিতন্ত্রী স্বার্থের সেবা করার জন্য সমাজের এক বিশাল ব্যয় করে খুবই প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিপতি শ্রেণী সহ বর্তমানে মরণাপন্ন অবস্থার পুঁজিতন্ত্রকে রক্ষা করতে এমনকি কমিউনিজমের বিজ্ঞান বিষয়ে মজুরী দাসদেরকে প্রতারণা ও বিভ্রান্ত করতে মার্কসবাদের ক্রমবিকাশ হিসাবে লেনিনবাদকে ন্যায্যতা দিতে মার্কসবাদ পদটি ব্যবহার করছে।

উল্লেখ্য, মার্কস ও এ্যাংগেলস কর্তৃক রচিত কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তেহারে বিবৃত হয়েছে যা এই: " ধর্ম,দর্শন ও সাধারণভাবে একটা আদর্শিক অবস্থান হতে কমিউনিজমের বিরুদ্ধে তৈরীকৃত অভিযোগ গভীর পরীক্ষার উপযুক্ত নয়।" পৃষ্টা-৪৮। এবং একই বইতে বিবৃত হয়েছে যে- " প্রথাগত ভাবগুলির সাথে একদম আমূল বিচ্ছেদ হচ্ছে কমিউনিস্ট বিপ্লব; আশ্চর্য নয় যে ইহার বিকাশ প্রথাগত ভাবগুলির সহিত একদম আমূল বিচ্ছেদে জড়িত।" পৃষ্ঠা-৫০. আই সি ডব্লিউ এফ কর্তৃক প্রকাশিত. @ **www.icwfreedom.org**

অতঃপর, ইহা খুবই পরিষ্কার যে ব্যক্তিগত সম্পত্তি হতে উৎপত্তিকৃত, শোষকদের স্বার্থের সেবা করতে রাজনৈতিক মোড়লদের কর্তৃক প্রবর্তিত মতাদর্শ, ধর্ম, দর্শন ইত্যাদি হতে কমিউনিস্ট সমাজ মুক্ত। মার্কস ছিলেন একজন কমিউনিস্ট এবং বর্ণিত কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তেহারের সহলেখক। সুতরাং, মার্কস একজন আইডোলজিস্ট বা একটি আদর্শ হিসাবে তথাকথিত মার্কসবাদ উৎপন্নকারী ছিলেন তেমন প্রশ্ন তার সম্পর্কে উঠতেই পারে না। তাই, সত্য নয় বরং মার্কসবাদ হচ্ছে একটি বানোয়াটি রাজনৈতিক পদ সুতরাং ইহা হচ্ছে একটি রাজনৈতিক মিথ্যা অর্থাৎ মিথ্যা এবং সেমতে, কথিত মার্কসবাদ মার্কস সৃজন করেছিলেন এটা কেবল একটি ডাবল মিথ্যা নয় বরং সীমাহীন মিথ্যাচার বটে। তাই, এমন কি মার্কস এবং তার আবিষ্কার বিষয়ে মজুরি দাসদের বিভ্রান্ত করে বিজ্ঞানী মার্কসকে পুঁজিতন্ত্রী শোষকদের স্বার্থে ব্যবহার করতে কমিউনিজমের বিজ্ঞানকে দূষণ করতে ইচ্ছেকৃত ও বানোয়াটি রাজনৈতিক মিথ্যাচার হচ্ছে মার্কসবাদের ক্রমবিকাশ হচ্ছে লেনিনবাদ।

সুতরাং, শ্রমিক শ্রেণীর জন্য এক বিপজ্জনক বিষ বৈ লেনিনবাদ কিছু নয়। অতঃপর, একাকী শ্রমিক শ্রেণী কর্তৃক একটি কমিউনিস্ট বিপ্লবের মাধ্যমে মুক্তি অর্জনের জন্য কমিউনিস্ট আন্দোলনকে পুনর্গঠন করতে বিবৃত লেনিনবাদ পরিত্যাগ করা এক অপরিহারযোগ্য শর্ত।

লেনিনবাদী নয় তবে মার্কস ও এ্যাংগেলস দুজনেই কমিউনিস্ট ছিলেন। সুতরাং, একজন কমিউনিস্ট হতে লেনিনবাদ শর্ত নয় কিন্তু, লেনিনবাদী মোড়লেরা বলেন যে লেনিনবাদের স্বীকৃতি ছাড়া কেহ কমিউনিস্ট হতে পারে না। একজন কমিউনিস্ট বিষয়ে ইহা একটা ভুয়া ও ফালতু তবে ইচ্ছেকৃত রাজনৈতিক বিবৃতি। প্রকৃতপক্ষে, কমিউনিজম, কমিউনিস্ট বিপ্লব, পুঁজিতন্ত্র ইত্যাদি বিষয়ে লেনিনবাদী সকল বিবৃতি হচ্ছে সম্পূর্ণত মিথ্যা, ভুয়া এবং ফালতু। তাই, কমিউনিজমের বিজ্ঞান বিষয়ে লেনিনবাদী ব্যাখ্যা কেবল মিথ্যা, ভুয়া ও ফালতুই নয় বরং একটা দূষিত, দূষিত এবং সম্পূর্ণত দূষিত ভার্সণ।

সুতরাং, কমিউনিজমের বিজ্ঞানের দূষণ বৈ লেনিনবাদ কিছু না।

শাহ্ আলম

সদস্য–

ইনফরমেশন সেন্টার ফর ওয়ার্কার্স ফ্রিডম

www.icwfreedom.org

e-mail: icwfreedom@gmail.com

Mobile: 88+0171-5345-006 # 88+0164-2616-686.

ঢাকা–২০ই জুন, ২০২০।

অনুবাদ– ১৮ই জুলাই, ২০২০।